Sajib Paul
SACT
Department of History
Saltora Netaji Centenary college

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

AHHST/103GE-1

History of ancient India

সূচনা

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বৈদেশিক আক্রমণ, রাজ পরিবারের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং প্রাদেশিক কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেছেন। ঐতিহাসিক রামচরণ শর্মা সামন্ত প্রথার বিকাশ কে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলেছেন। সাধারণভাবে কতগুলি বিষয়কে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসেবে আলোচনা করা যায়।

যোগ্য শাসকের অভাব

স্কন্দ গুপ্তের পরবর্তী সময়ে কোন দুঃখ রাজার আবির্ভাব ঘটেনি যিনি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারতেন। ফলে যোগ্য শাসকের অভাবে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগিয়ে যায়।

সামরিক দুর্বলতা

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে যুদ্ধনীতির পরিবর্তে সাহিত্য ও ধর্মচর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে গুপ্ত রাজারা অহিংসার নীতির অনুরাগী হয়ে পড়েন। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর প্রতি গুপ্ত রাজা রা তেমন গুরুত্ব দেননি। সামন্ত রাজাদের ওপর সেনাবাহিনীর নির্ভর করত। এই সামরিক দুর্বলতার ফলে বিদেশী শক্তি সহজে আক্রমণ শুরু করে।

রাজ পরিবারের মধ্যে কলহ

স্কন্দ গুপ্তের পর থেকে গুপ্ত সিংহাসন দখল কে কেন্দ্র করে রাজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘাত গুপ্ত রাজতন্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছিল। বুদ্ধগত্যের শাসনকালে বালাদিত্য, বইণ গুপ্ত ও ভানু গুপ্তের বিরোধ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়।

অর্থনৈতিক কারণ

গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমি প্রদান এবং রাজকর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জমি প্রদান শুরু করলে গুপ্ত রাজাদের আয় কমে যায়। এছাড়া স্কন্দগুপ্তের পর মানব অঞ্চল হাতছাড়া হলে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এতে গুপ্ত রাজাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়। অন্যদিকে সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ এবং দৈনন্দিন কাজের জন্যও অর্থের অভাব দেখা দেয়। এই আর্থিক সংকট নিঃসন্দেহে গুপ্ত সাম্রাজ্য কে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

সামন্ত প্রথা

ঐতিহাসিক রামচরণ শর্মা সামন্ত প্রথার বিস্তার কে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলেছেন। গুপ্ত যুগে সামন্ত রাজারা আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। বুদ্ধগুপ্তের পরবর্তী সময়ে সামন্ত রাজারা আদর্শ ও বিচার ব্যবস্থায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই গুপ্ত রাজারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

বৈদেশিক আক্রমণ

গুপ্ত যুগে বিভিন্ন সময়ে একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ ঘটেছিল। প্রথম কুমার গুপ্তের সময়ে পুস্যমিত্রদের আক্রমণ, বুদ্ধগুপ্তের সময়ে বাকা টক আক্রমণ এবং স্কন্দ গুপ্তের সময় ও তার মৃত্যুর পর হুন আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন কে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের সামন্তরা যারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে শেষ পর্যন্ত জীবিত গুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

উপসংহার

সুতরাং দেখা যায় গৌরবোজ্জ্বল গুপ্ত সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সংকটময় পরিস্থিতিতে উদ্ভব হয়। শুধু কোন একটি কারণ নয় বিভিন্ন কারণের ফলশ্রুতির মধ্য দিয়ে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

Thank you